আলমডাঙ্গায় মিথ্যা অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন, প্রতিবাদে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন

মিথ্যা অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন করার প্রতিবাদে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন করেছেন আলমডাঙ্গার ডাউকি গ্রামের হাসিবুল ইসলাম। তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন দাবী করে তিনি আজ রবিবার দুপুরে আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবে এ সংবাদ সম্মেলন করেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে হাসিবুল ইসলাম উল্লেখ করেন, তার প্রাক্তন স্ত্রী তার অকর্ম ধামাচাপা দিতেই মিথ্যা অভিযোগ তুলেছে। প্রকৃত ঘটনা হলো গত ১ মাস আগে তাকে তিনি তালাক দিয়েছেন। কারণ হিসেবে উল্লেখ তার প্রাক্তন স্ত্রী দীর্ঘদিন ধরে তার দুলাভাইয়ের সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলে। তাকে নিষেধ করা সত্ত্বেও কোন কথা না শুনে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতে থাকে।

গত ১৩ এপ্রিল পাঁচ দিনের জন্য তার পিতার বাড়ি বেড়ানোর কথা বলে কৌশলে আমার দেওয়া সাড়ে ৪ ভরি সোনার গহনাসহ শিশু সন্তানকে নিয়ে চলে যায়। কয়েকদিন পর তাকে বাড়ি ফিরে আসার কথা বললে সে জানায়,ছেলেকে একটি স্কুলে ভর্তি করেছে তাই আর ফিরে আসবে না। পারলে তালাক দিয়ে দিতে। পরে শ্বশুরের সাথে কথা বললে তিনি আমার কলেজপাড়ার বাড়িসহ জমি লিখে দিতে বলেন। এসব না মেনে আমি বাধ্য হয়ে তাকে কোর্টের মাধ্যমে তালাক নামা পাঠিয়েছি।

তিনি উল্লেখ করেন,তার নামে যে মিথ্যা যৌতুকের যে অভিযোগ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কারণ আমি ১৪ বছর বিয়ে করেছি । ১০ বছরের একটি সন্তান রয়েছে। এতোদিন যৌতুকের দাবী করিনি, এখন তার দোষ গোপন করার জন্য মিথ্যা অভিযোগ চাপানো হচ্ছে। যা সম্পূর্ণ বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। এছাড়াও মহিলা অধিদপ্তরের অফিস সহকারি হোসনে আরা পারভীন হাসু ও আমাকে নিয়ে যে কাল্পনিক অভিযোগ তোলা হয়েছে। যা ভিত্তিহীন। তিনি আমার মায়ের বয়সি বড় বোনের মত। আমি তাকে শ্রদ্ধা করি।

এমতাবস্থায় কোন বিভ্রান্তি না ছড়িয়ে প্রকৃত ঘটনা সামনে আনার জন্য আহবান জানান তিনি।

গাংনীতে মসজিদ কমিটি নিয়ে এবার পাল্টা সংবাদ সম্মেলন করলেন সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ

গাংনী উপজেলার সাহারবাটী ইউনিয়নের হিজলবাড়ীয়া গ্রামের উত্তরপাড়া বায়তুল আমান জামে মসজিদের পদত্যাগি সাধারণ সম্পাদক শাহাবুল ইসলামের সংবাদ সম্মেলনের একদিন পর পাল্টা পাল্টা সংবাদ সম্মেলন করেছেন কমিটির সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষসহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

আজ বৃহস্পতিবার বিকালে হিজলবাড়িয়া গ্রামে এই সংবাদ সম্মেলন করেন তারা।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন মসজিদ কমিটির কোষাধ্যক্ষ সাজেদুর রহমান। এসময় আরও বক্তব্য রাখেন কমিটির সভাপতি হাজী তোফাজ্জল হোসেন।

মসজিদের মেয়াদ উত্তীর্ণ কমিটি নিয়ে দ্বন্দ্বের জের ধরে সদ্য পদত্যাগি সাধারণ সম্পাদক শাহাবুল ইসলামের সংবাদ সম্মেলনের একদিন পর তার বিরুদ্ধে দুর্নীতিসহ নানা অভিযোগ তুলে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন করেন তারা।

লিখিত বক্তব্যে মসজিদ কমিটির কোষাধ্যক্ষ সাজেদুর রহমান বলেন, উত্তরপাড়া বায়তুল আমান জামে মসজিদে এই মহল্লার মানুষের পাশাপাশি হিন্দা গ্রামেরও কিছু মুসল্লী নামাজ আদায় করেন।

মসজিদের বিভিন্ন উন্নয়ন করতে এলাকার মানুষ সাহায্য সহযোগিতা করে আসছেন। মসজিদের জন্য আদায়কৃত সকল অর্থ সচ্ছতার সাথে আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশ রাখা হয়। আমি কোষাধ্যক্ষ হওয়ার পর সাধারণ সম্পাদক শাহাবুল ইসলাম মসজিদের অর্থ নয়- ছয় করতে পারেনি। তাই সে আমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় নানা ষড়যন্ত্র করে আসছেন। ইতোমধ্যে এই কমিটির সভাপতি হাজী তোফাজ্জল হোসেনের নেতৃত্বে স্বচ্ছতার সাথেসজিদটির বিভিন্ন উন্নয়ন করা হয়েছে। এসব উন্নয়নের খরচের পাকা ভাউচার সংরক্ষণ করা হয়েছে। সেইসি ভাউচারে সাধারণ সম্পাদক শাহাবুল

ইসলামের স্বাক্ষর রয়েছে।

গত ২০১৭ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত মসজিদের আয় হয়েছে প্রায় ১ লাখ ৪৪ হাজার টাকা। খরচ খরচা বাদ দিয়ে বর্তমানে এক লাখ চার হাজার টাকা ব্যাংকে রাখা হয়েছে।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, সাধারণ সম্পাদকের নিকট আত্মীয় আলী হোসেনের জন্য মসজিদের টাকা ধার চেয়েছিলেন। মসজিদের টাকা তাকে ধার না দেওয়ায় আমার উপর ক্ষিপ্ত হন তিনি।

কোষাধ্যক্ষ আরও বলেন, মসজিদটি তাদের যায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কোনো ছোট খাটো সমস্যা নিয়ে গেটে তালা মেরে নামাজ বন্ধের হুমকি দিয়ে থাকেন তিনি।

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি দিবাগত সবেবরাতের রাতে এশার নামাজ পড়া নিয়ে মুসল্লীদের মধ্যে বাকবিতন্ডায় এক পর্যায়ে সংঘর্ষ হয়। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হন।

সংঘর্ষে উভয় পক্ষের লোকজন আহত হলেও শাহাবুল ইসলাম বাদি হয়ে মসজিদ কমিটির সভাপতি হাজী তোফাজ্জল হোসেন, কোষাধ্যক্ষ সাজেদুরসহ এলাকার অনেকের নামে মিথ্যা মামলা দায়ের করেন। এই সংঘর্ষের ঘটনায় আমাদের ও প্রতিপক্ষের একজন করে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সংঘর্ষ চলাকালীন সময়ে আহতরা কার আঘাতে জখম হয়েছে এটা নির্নয় না করেই আমাদের লোকজনের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করেছেন। এই মিথ্যা ও বানোয়াট মামলাটি প্রত্যার করার আহবান জানান তিনি।

এছাড়াও শাহাবুল ইসলাম মসজিদ কমিটির সাধারণ সম্পাদক থাকায় মসজিদের টাকা আত্মসাত করেছেন।
আমি মসজিদ কমিটির ক্যাশিয়ার হিসাবে দীর্ঘ বছর নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছি। তারপরও শাহাবুল আমার নামে মিথ্যা প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। যা দু:খজনক।

সংবাদ সম্মেলনে মসজিদ কমিটির সদস্যসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি ও বিভিন্ন মিডিয়ার স্থানীয় সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, মসজিদে শবেবরাতের রাতে এশার নামাজ শেষে নামাজ পড়ানো ইমাম নিয়ে বিবাদমান দুটি পক্ষের মধ্যে সৃষ্ট সংঘর্ষে উভয় পক্ষের

১০ জন আহত হন। এদের মধ্যে বাদশা মিয়া নামের একজন মুসল্লী ঢাকা মেডিকেলে কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এঘটনায় উভয় পক্ষই গাংনী থানায় অভিযোগ দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

আলমডাঙ্গায় মাদক ব্যবসায়ী কামালের বিরুদ্ধে চেয়ারম্যান সিলনের পাল্টা সংবাদ সম্মেলন

আলমডাঙ্গা জেহালা ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা কামাল হোসেনের মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্য দিয়ে সংবাদ সম্মেলনের বিরুদ্ধে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন করেন মকলেছুর রহমান সিলন।

আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ১২ টায় আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রেসক্লাবের অস্থায়ী কার্যালয়ে জেহালা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মকলেছুর রহমান সিলন এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি লিখিত বক্তব্যে বলেন, আমি মকলেছুর রহমান সিলন জেহালা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। গত আড়াই মাস যাবৎ জেহালা ইউনিয়ন জুড়ে মাদকের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় পুলিশ। পুলিশের অভিযানে অনেক মাদক ব্যবসায়ী ও সেবী গ্রেপ্তার হয়। যে কারণে এলাকার শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী ও একাধিক মামলার আসামী গড়চাপড়া গ্রামের আব্দুল হান্নানের ছেলে কামাল হোসেন আমার উপর ক্ষিপ্ত হয়। সে আমাকে সামাজিক ভাবে হেউপ্রতিপন্ন করার জন্য মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্য দিয়ে আমার বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করে। আমি তাকে কখনো হয়রাণী করিনি। কামাল একজন মাদক বিক্রেতা, সেকারণেই পুলিশ তাকে আটক করার জন্য খুঁজতে পারে। সে দীর্ঘদিন ইউনিয়ন জুড়ে মাদক ব্যবসা করে আসছে। তার বিরুদ্ধে

একাধিক মাদক ও হত্যা মামলা রয়েছে। আমি মাদকের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ায়, মাদক ব্যবসায়ী কামাল অন্য মাদক ব্যবসায়ীদের সংগঠিত করে আমাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করছে।

আমি সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে জেহালা ইউনিয়ন থেকে চিন্হিত মাদক ব্যবসায়ী কামালসহ অন্যান্য মাদক ব্যবসায়ীদের গ্রেপ্তার সহ কঠোর আইনী পদক্ষেপ নিতে প্রশাসনের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছি।

মেহেরপুরে জমি দখলকে কেন্দ্র করে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুরের মল্লিক পাড়ায় জমি জবর দখলকে কেন্দ্র করে সংবাদ সম্মেলনের প্রতিবাদে পাল্টা সংবাদ সম্মেলনে করেছে সাইফুল ইসলাম ঘটন ও মেহেদী হাসান রোলেক্স ।

শনিবার সকালে মেহেরপুর পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ড মল্লিক পাড়ায় এই সংবাদ সম্মেলন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে সাইফুল ইসলাম ঘটন বলেন আমার চাচাতো ভাই মোবিন উদ্দিন গতকাল সংবাদ সম্মেলনে আমাদের নামে ভিত্তিহীন অভিযোগ এনে আমাদের পরিবারের মান খুন্ন করেছে যা আমাদের জন্য দুঃখ জনক।

আমাদের নামে আইন অমান্য করার কথা বলেছে। চাচা আমাদের নামে মিথ্যা অভিযোগ এনে ১৪৫ ধারার জন্য মামলা করে। বিজ্ঞ আদালত ১১/০৯/ ২০২২ তারিখে মামলা খারিজ করে দেয়।

তিনি আরও বলেন চাচাদের সাথে কখনো খারাপ ব্যবহার করেনি জীবন নাশের হুমকি দেওয়া তো প্রশ্নই আসে না।

জমির জবর দখলের মূল ঘটনা হচ্ছে আমার পিতামৃত-এ কে এম সামসুজ্জোহা, চাচা আব্দুল মান্নান ও আব্দুল মজিদের সাথে ১৯৬৪ সালে বিনিময় দলিল করে দলিল নং-৫৭৩৪ আমার পিতা তাদের ৬ একর ৭৪ শতক নিজ নামীয় সম্পত্তি প্রদান করে বিপরীতে ৫৭৩৩ নং দলিলে তারা আমার পিতাকে ৬ একর ৯১ শতক জমি প্রদান করে। এর মধ্যে ২ একর ২৩ শতক জমি শরিক নাই আব্দুল মান্নানের। বলে আমার আব্বার সাথে প্রতারনা করে তিন শরীকের জমি প্রদান করে। ২ একর ২৩ শতক জমির মধ্যে ১ একর ৪৮ শতক জমি আমার পিতা বুঝিয়ে দেওয়া হয় নি। পরে চাচাকে উক্ত বিষয়ে

বললে মৌখিকভাবে আমাদের জমি বুঝিয়া দিয়া দখল দেয়। সেই থেকে আমরা জমির ভোগ দখল করে আসছি। আমরা কোন জমি জবর দখল করি নাই। আমার পিতা ১৯৯৪ সালে মৃত্যুবরন করলে আমরা চাচার সাথে জমি রেজিষ্ট্রি চাইলে বিভিন্ন তাল বাহান শুরু করে। পরে ২০১৭ সালে আমরা বাধ্য হয়ে আদালতে মামলা করি মামলা নং-৩/১৭ যা এখনও চলমান। মামলা চলাকালীন চাচা ৪টি দলিলে আইন অমান্য করে জমি বিক্রয় করে দলিল নং-১১১৮/১৯, ১৬৭৪/১৯, ১৬৭৬/১৯, ১৬৭৭/১৯ আমরা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আমরা সামাজিকভাবে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে বিষয়টি মিমাংসা করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমার চাচা রাজি থাকলেও চাচাতো ভায়ের কারণে সমাধান হয়নি।

তিনি আরও বলেন গত বুধবার ১৮/০১/২০২৩ তারিখে আমার চাচাতো ভাই আমাদের নামে থানায় অভিযোগ করলে শনিবার ২১ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে থানায় বসার কথা থাকলেও আমরা হাজির হলে তারা মেহেরপুর সদর থানার ওসি তদন্তকে মুঠোফোনে জানায় তারা থানায় বসতে রাজি না।